

## Case name

Aruna Shanbaug's Right to Die with Dignity (2011)

## Case

অরুণা শানবাগ বনাম ভারত ইউনিয়ন (2011) 10 এস. সি. সি. 756 এবং পরবর্তী রায়

## Brief Summary

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু দেশে বৈধ, যদি কিছু সুরক্ষা বজায় রাখা হয়। 1973 সাল থেকে অবিরাম উদ্ভিজ্জ অবস্থায় থাকা অরুণা শানবাগের ক্ষেত্রে, আদালত তার অবস্থা পরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিন সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড নিয়োগ করে। প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তিনি স্থায়ী উদ্ভিজ্জ অবস্থায় ছিলেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে মর্যাদার সাথে মারা যাওয়ার অধিকার সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত জীবনের অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আদালত আরও বলেছে যে নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু ভারতীয় দণ্ডবিধি বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে কোনও অপরাধ নয়।

## Main Arguments

এই মামলার প্রধান যুক্তিগুলি সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের অধীনে জীবনের অধিকার এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকারকে ঘিরে ছিল। আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে অরুণা শানবাগের উদ্ভিজ্জ অবস্থায় অব্যাহত অস্তিত্ব তার জীবনের অধিকারের লঙ্ঘন এবং তাকে শান্তিপূর্ণভাবে মরতে দেওয়া উচিত। উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে জীবনের অধিকারের মধ্যে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার এবং মর্যাদার সাথে মারা যাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## Legal Precedents or Statutes Cited

- অরুণা শানবাগ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (2011) 10 এস. সি. সি. 756-জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (2012) 10 এস. সি. সি. 303-ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ 21 (জীবনের অধিকার)-ভারতীয় দণ্ডবিধি (আই. পি. সি.)-মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এম. সি. আই) নির্দেশিকা (2018)

## Quotations from the court

"মর্যাদার সঙ্গে মারা যাওয়ার অধিকার ভারতের সংবিধানের 21 নং অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।" - অরুণা শানবাগ বনাম ভারত ইউনিয়ন (2011) 10 এস. সি. সি. 756-"নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু ভারতীয় দণ্ডবিধি বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে কোনও অপরাধ নয়।" - অরুণা শানবাগ বনাম ভারত ইউনিয়ন (2011) 10 এস. সি. সি. 756-"এটি শেষ পর্যন্ত আদালতের উপর নির্ভর করে যে অভিভাবক দেশপ্রেমিক হিসাবে সিদ্ধান্ত নেবে যে একজন রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থে কী রয়েছে, যিনি স্থায়ী উদ্ভিজ্জ অবস্থায় রয়েছেন, যদিও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং পরবর্তী বন্ধুর ইচ্ছা এবং চিকিত্সকদের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।" - জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (2012) 10 এস. সি. সি 303

## Present Court's Verdict

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু ভারতে বৈধ, যদি কিছু সুরক্ষা বজায় রাখা হয়। আদালত আরও বলেছে যে স্থায়ী উদ্ভিজ্জ অবস্থায় কোনও রোগীর জীবন সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের দ্বারা প্যারেল প্যাট্রিয়া হিসাবে নেওয়া উচিত। অদক্ষ ব্যক্তির লাইফ সাপোর্ট প্রত্যাহারের অনুমতির জন্য নিকটাত্মীয় বা পরবর্তী বন্ধু বা ডাক্তার/হাসপাতালের কর্মীদের দ্বারা আবেদন করা হলে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত একটি পদ্ধতি আদালত নির্ধারণ করেছে।

## Conclusion

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু দেশে বৈধ, যদি কিছু সুরক্ষা বজায় রাখা হয়। আদালত আরও বলেছে যে স্থায়ী উদ্ভিজ্জ অবস্থায় কোনও রোগীর জীবন সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের দ্বারা প্যারেল প্যাট্রিয়া হিসাবে নেওয়া উচিত। অদক্ষ ব্যক্তির লাইফ সাপোর্ট প্রত্যাহারের অনুমতির জন্য নিকটাত্মীয় বা পরবর্তী বন্ধু বা ডাক্তার/হাসপাতালের কর্মীদের দ্বারা আবেদন করা হলে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত একটি পদ্ধতি আদালত নির্ধারণ করেছে।